গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
প্রশাসন শাখা
gcc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৯ তম মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ-

সভাপতি	ঃ	জনাব আসাদুর রহমান কিরণ মেয়র (ভারপ্রাপ্ত), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ (অঞ্চল-৪), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ	ঃ	২৪.০৩.২০২২ খ্রিঃ, রোজ বৃহস্পতিবার।
সভার সময়	ঃ	বেলা ১১:৩০ ঘটিকা।

*** পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'**

সভার প্রারম্ভে মেয়র মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সকল সদস্যগণকে। স্মরণ করেন জাতীয় চার মহান নেতা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ এম মনসুর আলী, শহীদ এইচ.এম কামরুজ্জামান এবং শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার এম পি, শহীদ ময়েজ উদ্দিন আহম্মেদসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন ও স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সকল মা বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত বিশেষ অতিথি মাননীয় জেলা প্রশাসক, জিএমপি কমিশনারের পক্ষে উপস্থিত উপ- পুলিশ কমিশনার এবং সিভিল সার্জন মহোদয়কে স্বাগত জানিয়ে ২৫ মে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া ও সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন ও বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন এবং বীরত্বগাঁথা "মুক্তিযুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান" সম্পর্কে আলোচনা সভা এবং আগামী ০১.০৪.২০২২ তারিখ ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয় সভায় অবগত করেন। অত:পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো: আমিনুল ইসলাম উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্মারক নং- ৪৬.১৯.০০০০.০০৪. ০৬.০০২.২২.১০১, তারিখ ঃ ২২.০৩.২০২২ খ্রিঃ এর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচী -০১ ঃ বিগত মাসিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভায় সভাপতি মহোদয়ের অনুমোতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বিগত ২৮ তম মাসিক সভার কার্য বিবরণী সভায় পড়ে শুনান।	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে কোন সংশোধনী ছাড়াই অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচী -০২ ও ০৩ ঃ ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উৎযাপন প্রসঙ্গে ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভাপতি বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত মাননীয় জেলা প্রশাসক, জিএমপি কমিশনার এর পক্ষে উপস্থিত উপ- পুলিশ কমিশনার এবং সিভিল সার্জন মহোদয়কে ফুলের তোরা দিয়ে বড়ন করা হয়। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত বিশেষ অতিথিসহ সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন তিনি জানান যে, মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবং ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে ইতোপূর্বে বিভিন্ন কর্মসূচী অধিকতর সুচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন বাস্তবায়ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তারিখ ১দিন পিছিয়ে আগামী ০১.০৪.২০২২ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদানসহ অনুষ্ঠান সূচী সফলভাবে পালনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য জিএমপি পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ	ক) ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে আগামী ০১.০৪.২০২২ তারিখ ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মসূচী অধিকতর সুচারুরূপে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় (আলোচ্যসূচী ০৯- বিবিধ এ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা আছে)। খ) বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনান্তে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে আগামী ০১.০৪.২০২২ তারিখ ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব জিএমপিকে অর্পনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

	সুপারকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক কর্মসূচী অধিকতর সুচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্তে আলোচনা ও বিভিন্ন বাস্তবায়ন উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। যা আলোচ্যসূচী ০৯- বিবিধ এ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হলো।		

আলোচ্যসূচী ঃ-০৪ প্রকৌশল বিভাগ বিষয়ক আলোচনা ঃ-

(ক) DPP সংক্রান্ত চলমান উন্নয়মূলক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ বর্তমানে চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় জানান যে, নব-গঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন। আরো কিছু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থে ইতোমধ্যে সিটি এলাকায় উন্নয়ন কাজ চলছে। ডিপিপি, এডিপি, জাইকা ও অন্যান্ন সংস্থার অর্থায়নে গৃহিত উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতঃ নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ বর্তমানে চলমান প্রকল্পের বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় জানান যে, নব-গঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ রাদ্দ দিয়েছেন। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থে ইতোমধ্যে সিটি এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, উন্নয়ন কাজ চলমান থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করতে হবে। রাস্তা সম্প্রসারনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতিমালা মানতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে। ১) সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এবং একটি টিএপিপি এর কাজ চলমান আছে। তিনি সভায় উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকদের স্ব-স্ব প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। (ক) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (রাস্তা ও ড্রেন)" (ডিপিপি-৭০০.৬০) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সভায় প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত মোট ৫৮ টি প্যাকেজের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ৭০০.৬০ টাকা ইতোমধ্যেই ১৫ টি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে, ৩০ টি প্যাকেজের কাজ প্রায় ৮৫% শেষ হয়েছে। Over all অগ্রগতি ৮০%। প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত আছে আগামী ৩০.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত। যাহা আগামী ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এবং .... তারিখের পিএসসি এর মিটিং এ সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি সভাকে আরো জানান যে, কিছু উপ-প্রকল্প সাইট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে কিছু উপ-প্রকল্পের ঠিকাদারদের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র (ভারঃ) মহোদয় সভায় জানান যে, সাইট সংক্রান্ত জটিলতা উপ-প্রকল্পগুলি সাইট পরিদর্শন পূর্বক বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে সাইট পরিবর্তন করা যেতে পারে। অন্যদিকে যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের শর্তের আলোকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। মেয়র (ভারঃ) মহোদয় সভায় আরো জানান যে, প্রকল্প জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় সময় বৃদ্ধির জন্য এবং পুনরায় Re-cast প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যায়। (খ) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১-৫ নং জোনের রাস্তা, ড্রেন এবং ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মজিবুর রহমান তাঁর প্রকল্পের	সভায় বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে ডিপিপি, এডিপি, জাইকা ও অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে এবং নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (ক) (১) যে সকল প্যাকেজের সাইট সংক্রান্ত জটিলতা ও Tecnical কারণে Revised/Re-cast করার প্রয়োজন সেই সকল প্যাকেজগুলো Revised/Re-cast করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের (পিপিআর) শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (ক) (২) প্রকল্পের সময় আগামী ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যা অনুমোদন করা যায়। (ক) (৩) অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো। (খ) (১) যে সকল প্যাকেজের সাইট সংক্রান্ত জটিলতা ও Tecnical কারণে Revised/Re-cast করার প্রয়োজন	প্রকৌশল বিভাগ

	অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত মোট ৭২ টি প্যাকেজ কাজ চলমান আছে। প্রাক্কলিত মূল্য ১৫৪৯.৫০ টাকা। ইতিমধ্যেই ১৫ টি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে, ২০ টি প্যাকেজের কাজ প্রায় ৮৫% শেষ হয়েছে। Over all অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত আছে আগামী ৩০.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত। যাহা আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জনান যে, গত ০১.০২.২০২২ তারিখে প্রজেক্ট স্টেয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সময় বৃদ্ধির বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে।	সেই সকল প্যাকেজগুলো Revised/Re-cast করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের (পিপিআর) শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) (২) প্রকল্পের সময় আগামী ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যা অনুমোদন করা যায়।	
	তিনি সভাকে আরো জানান যে, কিছু উপ প্রকল্প সাইট সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। অন্য দিকে কিছু উপ প্রকল্পের ঠিকাদারদের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র (ভারঃ) সভায় জানান যে, সাইট সংক্রান্ত জটিলতা উপ-প্রকল্পগুলি সাইট পরিদর্শন পূর্বক বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে সাইট পরিবর্তন করা যেতে পারে। অন্যদিকে যে সকল ঠিকাদারের কাজের গতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিষয়ে চুক্তিপত্রের শর্তের আলোকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। মেয়র (ভারঃ) মহোদয় সভায় আরো জানান যে, প্রকল্প জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় সময় বৃদ্ধির জন্য এবং পুনরায় Re-cast/Revised প্রাক্কলন প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যায়।	(খ) (৩) অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সার্বিকভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	
	১ (গ) "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্ত করণসহ নর্দমা ও ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আকবর হোসেন সভায় জানান যে, প্রকল্পটিতে মোট ০৯ টি রাস্তা ১৮ টি প্যাকেজ আছে। প্রকল্পটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে ৯টি রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ৩৮'-০' প্রশস্থতায় প্রায় ৮১ কি.মি. রাস্তায় মোট ২৩৯.৭৮ একর জমি অধিগ্রহন করার জন্য ১৬৯৭.৬৪ কোটি টাকা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ৫০০.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত আছে। ৫০ কোটি টাকা ইউটিলিটি স্থানান্তর বাবদ ডিপিপি তে অনুমোদন আছে। ১৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ইতিমধ্যে ৪টি প্যাকেজের এল-এ কেস নং- ১০/২০১৯-২০, ১১/২০১৯-২০, ১২/২০১৯-২০২০, ১৩/২০১৯-২০ এর মধ্যে অধিগ্রহন প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর আওতায় প্রায় ৬৫ একর জমি গত ২০.১২.২০২১ তারিখে স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৭.৪৭.০৩১.২০-৩৩৪, ২৮.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৭.৪৭.০২৯.২০-৩৪০, ২৮.১২.২০২১ খিঃ তারিখে স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪৭.৪৭.০২৮.২০-৩৩৯ এর মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়। বাকী প্যাকেজগুলো স্থানীয় সরকার থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে রাজউক নগর উন্নয় অধিদপ্তর এবং পরিবেশের ছাড়পত্র গ্রহন করে অধিগ্রহনের জন্য স্মারক নং-৪৬.১৯.০০০০.০১৮.৯৯.০২২.২০.১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩২৫, ১৩২৪, ১৮২৪, ১৮৬৮, ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০ যথাক্রমে ২৪/১২/২০২০, ২১/১২/২০২০, ০৯/০২/২০২১, ১৫/০২/২০২১, ২২/০২/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক অফিসে জমা দেয়া আছে। বর্তমানে জেলা প্রশাসক অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা সমন্বয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলমান আছে। অন্যদিকে ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবানের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি পত্র সম্পাদন করা হয়েছে। অধিগ্রহন প্রক্রিয়া শেষ হলে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে। চুক্তি সম্পদনের পর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়ার কারণে ঠিকাদারদেরকে যথাসময়ে সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি অন্যদিকে নির্মান সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ITT-Clause No.-13.1 এর আলোকে ঠিকাদারগণ দাখিলকৃত অনুমোদিত দরের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, চুক্তিপত্রের শর্তের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধির কোন Provision না থাকলে মূল্য বৃদ্ধির কোন অবকাশ নাই। যেহেতু অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক সময় লেগে যাচ্ছে সেহেতু যথাসময়ে ঠিকাদারদের সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে হয়ত কিছু দিনের মধ্যে ঠিকাদারদের সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের দাখিলকৃত এবং অনুমোদিত রেট অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ করলে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে। অন্যদিকে যেহেতু প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে সেহেতু প্রকল্পটির সময় বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যায়। উল্লেখিত ডিপিপিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প সংযোজন ও পরিবর্তন করে বাস্তবায়ন করা যায়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। যাহা আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জনান যে, গত ০১.০২.২০২২ তারিখে প্রজেক্ট স্টেয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সময় বৃদ্ধির বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। মেয়র গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকে অবহিত করেন যে, "গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের প্রধান সংযোগ রাস্তাগুলি প্রশস্থ করণসহ নর্দমা ও	(গ) (১) প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহনের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুততার সাথে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব রকিবুল হাসান রাসেলকে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো। (গ) (২) জমি অধিগ্রহনে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো। (গ) (৩) ০৪ (চার) টি প্যাকেজের চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদারগণ তাঁকে দাখিলকৃত অনুমোদিত রেট এ কাজ করতে রাজি থাকলে তাঁদেরকে কাজ করার অনুমোদন দেয়া যায়। (গ) (৪) ডিপিপি তে অনুমোদিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংযোজন ও পরিবর্তন করে প্রকল্পগুলো রিভাইজ/রিকাষ্ট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) (৫) প্রকল্পটির প্রাক্কলন করা হয়ে ছিল ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বর্তমানে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর চলমান। ইতোমধ্যেই নির্মাণ সমগ্রির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সতরাং এলজিইডি এর সর্বশেষ রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন সংশোধন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	

	ফুটপাত নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প "গাজীপুর মহিলা কলেজ থেকে দক্ষিণ ছায়াবিথী, বাঙ্গালগাছ, নিলেরপাড়া হয়ে ইছালী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও বিসি/আরসিসি রাস্তা উন্নয়ন এবং উভয় পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ (এল. এ কেইস নং-১০/২০১৯-২০) এর বাঙ্গালগাছ ব্রীজ সংলগ্ন বাঙ্গালগাছ মৌজায় ৮৭ ও ৮৮ নং দাগে ১.২১৩৫ একর জমি বাস-বের জন্য নির্ধারিত আছে। কিন্তু বাস-বে সংলগ্ন সংযোগ রাস্তার পরিমাণ যথেষ্ঠ না হওয়ায় এবং এই মুহূর্তে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বাঙ্গালগাছ মৌজায় ৮৭ ও ৮৮ নং দাগে ১.২১৩৫ একর জমি উক্ত প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেয়া যায়।	(গ) (৬) বাঙ্গালগাছ ব্রীজ সংলগ্ন বাঙ্গালগাছ মৌজায় ৮৭ ও ৮৮ নং দাগে ১.২১৩৫ একর জমি উক্ত প্রস্তাবনা থেকে বাদ দিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর কে অবহিত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
	(ঘ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের "Asphalt Plant স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন সভায় জানান যে, প্রকল্পটি শেষ হওয়ার মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। কিন্তু উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ বেশ কিছু Equipment এখনো Shipment করা যায়নি। বিধায় আগামী জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ঘ) (১) প্রকল্পটির বাকী Equipment ক্রয়ের স্বার্থে আগামী জুন/২০২২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (ঘ) (২) ডিপিপিতে উল্লেখিত মালামাল/ Equipment গুলো বর্ধিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (ঘ) (৩) Asphalt Plant এর স্থানটি MS Angle এবং পাইপ এর মাধ্যমে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
	(ঙ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং বাস ট্রাক টার্মিনাল নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নমিতা দে সভায় জানান যে, প্রকল্পটিতে ১০০ বিঘা জমি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত আছে অন্য দিকে বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মানের জন্য ২০০ বিঘা জমি ডিপিপি-তে অনুমোদিত আছে। বর্তমানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে নির্ধারিত মৌজা-মজলিশপুর,ইটাহাটা, ইসলামপুর, হাতিয়াব ১০০ বিঘা জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। যা গত .... তারিখ অনুমোদন পাওয়া যায়। মাননীয় মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) মহোদয় সভায় জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮টি জোনে মোট ২০০ বিঘা জমি অধিগ্রহনের জন্য মৌজার নাম উল্লেখ করা আছে। যথাঃ- অঞ্চল-১ কাকিল সাতাইশ, বড় দেওড়া-জমির পরিমাণ = ৫০ বিঘা অঞ্চল-২ পূবাইল, খিলগাঁও,নারায়ণকূল, তালটিয়া - " = ৫০ বিঘা অঞ্চল-৩ কুনিয়া, কলমেশ্বর " = ১০ বিঘা অঞ্চল-৪ বাঙ্গালগাছ,ভারারুল,ধীরাশ্রম " = ১০ বিঘা অঞ্চল-৫ বিশুইয়া,কুড়িবাড়ী,আড়াইশত প্রশাদ " = ৩০ বিঘা অঞ্চল-৬ ভোগড়া,চান্দনা,যোগীতলা " = ১০ বিঘা অঞ্চল-৭ বাগিয়া,মিরপুর,বাইমাইল " = ৩০ বিঘা অঞ্চল-৮ সুরাবাড়ী,সরুপাইতলী " = ১০ বিঘা এমতাবস্থায় জোন ভিত্তিক সম্মানিত কাউন্সিলর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ডিপিপিতে বর্ণিত মৌজার আলোকে স্থান নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন করা যায় একই সাথে উল্লেখিত মৌজার মধ্যেই Secondary Transfar Station (STS) নির্মানের জন্য এবং কবরস্থান/শশ্মান ঘাট নির্মাণের জন্য কিছু জমি সংস্থানের পরামর্শ দেন যা পরবর্তী Re-cast/Revised DPP তে সমন্নয় করা যেতে পারে। অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাছাড়া অঞ্চল-১ এর সিএস মৌজা সংশোধন প্রয়োজন বলে মেয়র (ভারঃ) মহোদয় সভায় প্রস্তাব করেন।	(ঙ) (১) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১০০ বিঘা জমি ডিপিপিতে অনুমোদিত মৌজা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে অধিগ্রহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (ঙ) (২) ৮টি জোনের সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে উল্লেখিত মৌজায় জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (ঙ) (৩) বাস-ট্রাক টার্মিনালের জমির ভিতর থেকে Secondary Transfer Station (STS) নির্মানের জন্য এবং কবরস্থান/শশ্মান ঘাট নির্মাণের জন্য কিছু জমি সংরক্ষনের নিমিত্তে কমিটিকে অনুরোধ করা এবং যা পরবর্তীতে Revised/Re-cast করে ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে। (ঙ) (৪) প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে আগামী জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। (ঙ) (৫) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আরো ৩০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে চলমান ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন বিষয়ক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	TAPP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মইনুল ইসলাম সভায় জানান যে, "Preparation of Urban Development Plan for Gazipur City Corporation" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Single Source প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য ফেব্রুয়ারী/২০২২ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, গত ১৯.০৫.২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায় এবং গত ১৪.০৬.২০২০ তারিখে Single Source পদ্ধতিতে নিয়োগের জন্য DUET কে পত্র দেয়া হয়। গত ২৭.০৮.২০২০ তারিখে DUET এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। DUET গত ০১.০৩.২০২১ তারিখে Sub-Consultant হিসাবে Access Asia লি. এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে যার কার্যকারিতা দেখানো হয়েছে ২৭.০৮.২০২০ তারিখ থেকে। বর্তমান পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি খুবই হতাশা জনক। মেয়র মহোদয় সভায় জানান যে, অদ্য বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় DUET এর মাননীয় VC মহোদয়ের সাথে TAPP এর বিষয়ে আলোচনা হবে। এ বিষয়ে DUET কর্তৃক নিয়োগকৃত Sub-Consultant Access Asia লিঃ এর নতুন ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী কিভাবে অতিরিক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন।	(১) "Preparation of Urban Development Plan for Gazipur City Corporation" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদন করা হলো। (২) DUET কর্তৃক নিয়োগকৃত Sub- Consultant Access Asia লিঃ এর মাধ্যমে DUET নির্ধারিত বর্ণিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করার জন্য DUET কে অনুরোধ জানীয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৩) জিসিসি কর্তৃক এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে DUET এর Sub- Consultant কর্তৃক কৃত কাজ বুঝে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশল বিভাগ

আলোচ্যসূচী ঃ-০৫ রাজস্ব খাতের নতুন প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	ক) সভাপতি মহোদয় সভায় বলেন পরিষধের সভায় গৃহিত ও অনুমোদিত উপ-প্রকল্পগুলো জোন ভিত্তিক বর্তমান রেট সিডিউল অনুসরণে দ্রুতার সাথে প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। এই বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে সমন্বয় করে কাজ করার তাগিদ দেয়া হয়। শুস্ক মৌসুমেই অর্থের সংস্থান স্বাপেক্ষে টেন্ডার প্রক্রিয়া গ্রহনের আশ্বাস প্রদান করা হয়। খ) বিভিন্ন ওয়ার্ডের উন্নয়নে সম্মানিত কাউন্সিলরদের দেয় প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্প তালিকা সংক্ষিপ্ত আকারে কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে জরুরীভাবে ড্রয়িং, ডিজাইন, এলাইনমেন্টসহ প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক রাজস্ব খাতে অর্থের সংস্থান স্বাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দরপত্র আহবানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) নিজস্ব/উন্নয়ন অর্থায়নে নতুন প্রকল্পের তালিকা নিম্নরূপভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকৌশল বিভাগ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১.	ভোড়া-কলের বাজার রাস্তা হতে পূর্বদিকে চকিদার বাড়ীর নিকটে পল্লী বিদ্যুৎতের জিএম সাহেবের বাড়ীর প্লট পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন ।	৯৭৪৫৬৬
০২.	বসুরা রাস্তার প্বার্শে বাইপাস হইতে ধীরাশ্রম খাল পর্যন্ত আর.সি.সি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ করণ।	১৯৫০০০০০
০৩.	রাজেন্দ্রপুর বাংলা বাজার রাস্তায় আর.সি.সি পাইপ ড্রেনের পিট মেরামত করণ।	৮২০০০০
০৪.	ভাদাম-ভাকরাল ব্রীজের মেরামত কাজ	১১৫০০০০
০৫.	গুটিয়া ব্রীজের মেরামত কাজ	৯৮৫০০০
০৬.	আউচপাড়া বেক্সিমকো এর উত্তর পার্শ্বে টঙ্গী-ভাদাম রাস্তা হতে মোবারকের বাড়ী পর্যন্ত আর.সি.সি ড্রেন ও সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ	৯৪২০০০০
০৭.	ক) খাঁ পাড়া রাস্তা কামালের দোকান হতে হাজী হযরত দারুল উলূম মাদরাসা ও এতিমখানা রাস্তায় আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ। খ) খাঁ পাড়া রাস্তা কামালের দোকান হতে হাজী হযরত দারুল উলূম মাদরাসা ও এতিমখানা রাস্তায় আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ।	৩৮৭৬২৯১৮
০৮.	সাতাইশ এলাকায় ফুলকলি স্কুল থেকে আল মদিনা মসজিদ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	২৬০০০০০
০৯.	ইটাহাটা মজলিশপুর রাস্তা হতে মাতবর বাড়ীর সামনে দিয়ে বনমালীরটেক হয়ে মীরবহর রাস্তা পর্যন্ত প্রশস্তকরণ সহ একটি ডাবল বেন্ড বক্স কালর্ভাট সহ ইউনি ব্লক দ্বারা রাস্তা নির্মাণ।	২৯৫৬৭৬৫৫
১০.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর অফিসিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্য ছাপা মালামাল সরবরাহ করণ।	৩০০০০০০
১১.	পাগার টঙ্গী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ভবন নির্মাণ করন।	১৭৫০০০০০
১২.	খা পাড়া দীঘির পূর্ব পার্শ্বে প্যালাসাইটিং ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ।	২৫০০০০০
১৩.	ক) নগর ভবনের মসজিদের সংস্কার করণ, এসি স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণ। খ) নগর ভবনের প্রধান গেইট এর সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	প্রকল্প অনুমোদনের জন্য

আলোচ্যসূচী -০৬ ঃ রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা ঃ

(ক) রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভাপতি সভাকে জানান যে, উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হলো রাজস্ব আয়। রাজস্ব বিভাগের প্রতিটি শাখার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের আরো দায়িত্বশীল ও চৌকস একটিভিটিস প্রয়োজন। রাজস্ব আয়ের সুবিধার্থে কিছু নিয়মকানুন সিথীল করে সহজিকরণের জন্য সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রাজস্ব বিভাগের আদায় ও অন্যান্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি গ্রহণ করে ট্রেড লাইসেন্স তাৎক্ষনিক ভাবে প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। রাজস্ব আদায় সন্তোষজনক নয়। তিনি ট্যাক্সেশন রুলস অনুযায়ী রাজস্ব আয়ের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করার প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:- ক) রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে ট্যাক্সেশন রুলস অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় মার্জিনেবল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

(খ) ARB বিষয়ক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	ক) সভায় উপস্থিত প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর আদায় সংক্রান্ত/কর নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য কর পর্যালোচনা বোর্ড (ARB) পুন:গঠন করায় ধন্যবাদ জানান। কর পর্যালোচনা পরিষদের যে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। খ) সভাপতি মহোদয় হোল্ডিং কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত রিভিউ ফরম বিতরণ এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে রিভিউ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করে করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহ প্রদানের পরামর্শ দেন। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রিভিউ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক হোল্ডিং করের নোটিশ জারীর মাধ্যমে আদায় তরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করেন। গ) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভায় জানান যে, কর নির্ধারণী নোটিশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে ভ্যালুয়েশন বিষয়ে আপত্তি থাকলে পি ফরমে আবেদন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সাময়িক বরখাস্তকৃত মেয়রের হটকারী সিদ্ধান্ত, স্বেচ্ছাচারীতা, বৈষম্যতার কারণে এবং বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ করোনা মহামারীর কারণে করদাতাগণ পি ফরমে যথাসময়ে আবেদন জমা দিতে পারেননি। তাই সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় সময় বৃদ্ধির জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে পত্র/চিঠি প্রেরণের সর্বসম্মত প্রস্তাব করা হয়। সভায় পি ফরমে মূল্য, হোল্ডিং এর নাম পরিবর্তন ফি, নতুন হোল্ডিং নাম্বার ফি নিম্নরূপভাবে ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হয়। আবাসিক পি ফরম = ১০০/- বাণিজ্যিক " " = ৩০০/- শিল্প " " = ১০০০/- **হোল্ডিং এর নাম পরিবর্তন ফি** জমির দলিল মূল্য ০-১ লক্ষ পর্যন্ত ফি = ১০০০/- ১ লক্ষ-৫ লক্ষ পর্যন্ত ফি = ২০০০/- ৫ লক্ষ-১ কোটি পর্যন্ত ফি = ৫০০০/- ১ কোটি-আনলিমিটি ফি = ১০০০০/- **নতুন হোল্ডিং নাম্বার ফি (খালি জমি)** আবাসিক হোল্ডিং নাম্বার ফি = ১০০০/- বাণিজ্যিক হোল্ডিং নাম্বার ফি = ৩০০০/- শিল্প হোল্ডিং নাম্বার ফি = ১০০০০/-	ক) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ১৯৮৬ সনের সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্সেশন আইনের ৭(৪) ধারা মোতাবেক গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্য্যকৃত করের বিপরীতে দায়েরকৃত আপীল আবেদন সমূহের নিস্পত্তির জন্য সম্মানিত কাউন্সিলর, আইনজীবি ও প্রকৌশলীর সমন্বয়ে গঠিত ০৮ (আট) টি কর পর্যালোচনা পরিষদের রিভিউ কার্যক্রম শুরু করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) স্বল্প সময়ে রিভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক হোল্ডিং করের নোটিশ জারীর মাধ্যমে আদায় তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। গ) সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করে পি ফরমে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং প্রস্তাবিত হারে বর্ণিত ফিসমূহের মূল্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচী -০৭ ঃ বিভিন্ন রাস্তা ও ড্রেন জরুরী ভিত্তিতে মেরামত বিষয়ক আলোচনা ঃ-

RFQ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্প তালিকা ঃ-

ক্র: নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সভাকে জানান যে, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে গৃহিত প্রকল্পগুলোর দৈর্ঘ প্রস্থ আকারে বড় হওয়ায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কম প্রস্থের সংযোগ রাস্তার উন্নয়নে তেমন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি। ফলে এলাকায় অবস্থিত ছোট ছোট রাস্তা/ড্রেন ব্যবহার	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরুপ প্রকল্পগুলো অতীব জরুরী বিধায় Request for Quatation (RFQ) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকৌশল বিভাগ

	অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে নিম্নেবর্ণিত প্রকল্পগুলোর কাজ আরএফকিউ পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করেন।		

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনে জরুরী সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করণ।	৪৯৯৩৮০
০২.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বঙ্গতাজ অডিটরিয়ামে ১২৫ মি.মি. ব্যাসের সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করণ কাজ।	৪৮২০৮২
০৩.	ক) আমবাগ নছের মার্কেট রাস্তায় জরুন বাইদ ব্রীজের দুই পার্শ্বে এ্যাপ্রোচ এইচবিবি দ্বারা মেরামত করণ। খ) ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক কোনাবাড়ী বাজার সংলগ্ন হতে ইস্পাহানি ফ্যাক্টরী হয়ে আমবাগ রোড পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক বেটস দ্বারা মেরামত করণ।	৪৯৬৯৭০
০৪.	পাকড়দেশী রাস্তা হতে মিজানের বাড়ী পর্যন্ত সলিং রাস্তা মেরামত করণ।	৪৯৮৫০০
০৫.	সালনা-শিমুলতলী রাস্তা হতে বাঘলবাড়ী কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ইঞ্জি. লোকমান সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত সলিং রাস্তা মেরামত করণ।	৪৯৭৯০০
০৬.	গাছা-চান্দরা সংযোগ রাস্তা হতে শাখা রাস্তা সলিং মেরামত করণ।	৪৯৮৭৫০
০৭.	দেওয়ানবাড়ী রাস্তার কালর্ভাটের বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করণ।	৪৯৭৯৪৯
০৮.	টঙ্গী-পূবাইল রোড হতে টঙ্গী রেল ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তা মেরামত কাজ	৪৯৮০০০
০৯.	ভাকরাল রাস্তা হতে আশুলিয়া পর্যন্ত রাস্তায় WBM দ্বারা মেরামত করণ (২য় অংশ)	৪৯৮৩২০
১০.	ভারারুল চন্দের বাজার হতে টেকিপাড়া রাস্তার বিভিন্ন স্থানে সলিং দ্বারা মেরামত করণ।	৪৯৮৯০০
১১.	বাসন সড়কের রাস্তা সংস্কার করণ।	৪৯৭০০০
১২.	AFR-T-16(1) ট্রাক গাড়ীর সামনের-সু ও পিছনের ক্যাবিন ডেইন্টিং-পেইন্টিং, সাসপেন্সশন, ব্রেক,চ্যাসিস মেরামত সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়, সংযোজন ও মেরামত কাজ করণ।	৪৯১৬০৬
১৩.	অফিসিয়াল গাড়ীর (ফাস্ট মুভিং স্পেয়ার পার্টস্ ও পিরোডিক্যাল মেইনটেনেন্স এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংযোজন বাবদ	৪৯৯৬০০
১৪.	নিমতলী রাস্তা সংস্কার করণ ও প্যালাসাইডিং করণ।	৪৯৮৫০০
১৫.	উত্তর খাইলকৈর থানা রাস্তায় পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৪৫০০০০
১৬.	পূবাইল রোড হতে টি এন্ড টি মসজিদ রোড বালু ও খোয়া দ্বারা মেরামত করণ কাজ।	৪৬০০০০
১৭.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাপার মালামাল সরবরাহ করণ।	৪৯৭২০৫
১৮.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ষ্টেশনারী মালামাল সরবরাহ করণ।	৪৯৯২৫২
১৯.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কম্পিউটার প্রিন্টার মেশিনের টোনার (কালি) সরবরাহ করণ (১ম অংশ)	৪৯৯৩০০
২০.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কম্পিউটার প্রিন্টার মেশিনের টোনার (কালি) সরবরাহ করণ (২য় অংশ)	৪৯৯৭০০
২১.	তরৎপাড়া ক্লাব, সামান্তপুর এবং ছোট দেওড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন রেল ক্রসিং এর রাস্তা সংস্কার করণ।	৪৯৬০০০
২২.	ধীরাশ্রম আউট সিগন্যাল হতে কাজীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পার্শ্বের পানি নিষ্কাশন।	৪৯৩০০০
২৩.	জোড় পুকুর থেকে জয়দেবপুর বাজার হয়ে গাজীপুর বাস টার্মিনাল পর্যন্ত ড্রেনের উপর ক্ষতিগ্রস্থ স্লাব নির্মাণ।	৪৮৫০০০
২৪.	অঞ্চল-০৫, কাউলতিয়া অফিস ভবনে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন কাজ	৪৯৮৯৫০
২৫.	মরকুন কবরস্থান এর পাম্পের মটর ক্রয় সংযোজন ও মেরামত করণ।	৪৯৮৫০০

আলোচ্যসূচী -০৮ ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	ক) সভায় উপস্থিত কাউন্সিররগণ জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমানে ময়লা আবর্জনা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ময়লা আবর্জনা অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত কঞ্জারভেন্সী শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার নাই। এ ছাড়া ময়লা আবর্জনা রাখার জন্য পর্যাপ্ত ডাম্পিং স্টেশন নেই। ফলে ময়লা অপসারণে সমস্যা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, যে সকল ওয়ার্ডে বর্জ্য বেশী সে সকল ওয়ার্ডে বেশী শ্রমিক ও ট্রাক বরাদ্দ করা হবে। ইতিমধ্যে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যে ১০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ Canves Environmental Investment Co.Ltd. প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াদিন আছে। খ) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নোটিশের মাধ্যমে সংগৃহিত ময়লা-আর্বজনা সংগ্রহের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে প্রার্থীদের স্বাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। ময়লা সংগ্রহকারীগণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাড়ী/প্রতিষ্ঠান হতে ফি আদায় করতে পারবেন। বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ময়লা সংগ্রহপূর্বক চূড়ান্ত ডাম্পিং পয়েন্টে অপসারণ করবেন। আবেদন ব্যতিত অবশিষ্ট ওয়ার্ডের ময়লা-আর্বজনা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সিটি কর্পোরেশনের সাথে পরামর্শপূর্বক আপাতত সংগ্রহ করবেন ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় S.T.S/ডাম্পিং ষ্টেশনে ফেলবেন। গ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, শ্রমিক, ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার এর সল্পতার মাঝেও ড্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জনবলের অপ্রতুলতার কারণে সময়মত ময়লা আবর্জনা সাইট থেকে ডাম্পিং স্টেশনে না ফেলার কারণে কিছু কিছু স্থানে ড্রেনে ময়লা পরে যাচ্ছে। তিনি আরো জানান সীমিত জনবল নিয়ে রুটিন করে কাউন্সিলরদের সহায়তা এবং পরামর্শে ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তিনি বর্জ্য সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের একটি ছক সম্বলিত চিত্র সভায় তুলে ধরেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যে ১০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ Canves Environmental Investment Co.Ltd. প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, এসটিএস নির্মাণ ও স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকৌশল বিভাগ/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়সহ বিভিন্ন তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের তুলনামূলক চিত্র

জনবলের বিবরণ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
আয়তন	১৯৬.২২ বর্গ: কি:	১০৯.২৫ বর্গ: কি:	৩২৯.৫৩ বর্গ: কি:	৯০.১৭ বর্গ: কি:	৭২.৪৩ বর্গ: কি:
দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্য	৪২২০ টন (প্রায়)	৩৫০০ টন (প্রায়)	৪০০০ টন (প্রায়)	৪০০ টন (প্রায়)	১০০০ টন (প্রায়)
এসটিএস	৫৪ টি	৪২ টি	৭ টি	১ টি	৪ টি
স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১৩৭ জন	৫ জন	৬ জন	৫ জন
মাস্টার রোল কর্মচারী	-	৮১১ জন	৪ জন	১৬২ জন	৩১ জন
মোট পরিচ্ছন্নতাকর্মী	৫১৪১ জন	৪৮২৯ জন	৩৪৬ জন	৬০৩ জন	১১২৫ জন
যানবাহনের সংখ্যা	৩৩৩ টি	৩১৭ টি	৪২ টি	৫৩ টি	৭৭ টি

জনবল

বর্জ্য উৎপাদন ও আয়তনের দিক থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন একটি অন্যতম বৃহৎ সিটি কর্পোরেশন কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এর জনবল ও প্রয়োজনীয় যানবাহনের সংখ্যা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় খুবই সীমিত।

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার তুলনায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে শিল্পকারখানা ও অন্যান্য বর্জ্য উৎপাদন অনেক বেশি কিন্তু পৌরসভা থেকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হওয়ার পরও একই জনবল দিয়ে কার্যক্রম চলমান। বরং এই সময়ে বহু সংখ্যক কর্মচারী অবসরে গিয়েছেন ও মৃত্যু বরণ করেছেন অথচ নতুন জনবল নিয়োগ হয়নি।

এসটিএস ও ডাম্পিং স্টেশন

দেশের সর্ববৃহৎ সিটি কর্পোরেশন ও সব থেকে বেশি বর্জ্য উৎপাদন করার পরও আমাদের নিজস্ব কোন স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন ও এসটিএস নেই। সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহন একেবারেই অপ্রতুল।

বাজেটের অপ্রতুলতা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাত্র ৫টি অঞ্চলের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাজেট ৯৪ কোটি ৬১ লক্ষ ২০ হাজার ১০০ টাকা, অপরদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বাজেট খুবই নগণ্য।

সচেতনতার অভাব

একদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা অপরদিকে নতুন সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দাদের মাঝে রয়েছে অসচেতনতা। প্রচুর সংখ্যক গার্মেন্টস কর্মী রয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে যারা অধিকাংশই যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে।

উত্তরণের উপায় ও গৃহীত উদ্যোগ

১। জনবল নিয়োগ : সাম্প্রতিক সময়ে মাননীয় মেয়র মহোদয় জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

২। স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন ও এসটিএস নির্মাণ : বর্জ্য সমস্যা সমাধানের জন্য ৫৭ টি ওয়ার্ডে ৫৭ এসটিএস নির্মাণ ও ৪টি স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন নির্মাণ জরুরী। বর্তমান মেয়র মহোদয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইটাহাটা ও মজলিসপুর মৌজায় ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। সাময়িকভাবে বর্জ্য সংকুলানের জন্য কড্ডা ডাম্পিং স্টেশনের সামনে থেকে পেছনদিকে পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন।

৩। যানবাহন ক্রয় : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বেশকিছু যানবাহন ক্রয় অত্যাবশ্যক। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি ২ টি এক্সাভেটর ক্রয়ের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে।

৪। গণসচেতনতা সৃষ্টি : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সকলকে সম্মিলিতভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

খুব শীঘ্রই নগর বাসিকে বর্জ্য থেকে মুক্তি দিতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে।

আলোচ্যসূচী ০৯ ঃ- বিবিধ বিষয়ক আলোচনা ঃ

বিবিধ ঃ ১) জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ক আলোচনাঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক মাননীয় মেয়র মহোদয়ের প্রস্তাবনার আলোকে উপস্থিত সকলকে জানান যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য বীরত্বগাথা "মুক্তিযুদ্ধে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান" সম্পর্কে আলোচনা সভা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান এবং আগামী ০১.০৪.২০২২ তারিখ ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে আলোচনা ও বিভিন্ন বাস্তবায়ন উপ-কমিটি গঠনের জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাব করেন এবং জেলা প্রশাসন, জিএমপি, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে ১৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎযাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল করার জন্য নিম্ন বর্ণিত কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	বাস্তবায়ন উপ-কমিটি ও সকল বিভাগ।
	<u>সার্বিক তদারকি কমিটি</u> ১। জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। ২। জনাব মো: আব্দুল হান্নান, সচিব (ভাঃ), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।		

৩। জনাব এবিএম এহছানুল মামুন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৪। জনাব নমিতা দে, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-২।
৬। জনাব নাসরিন সুলতানা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৮।
৭। জনাব ফিরোজ আল মামুন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫।
৮। জনাব মোসা: ইসমত আরা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৪।
৯। জনাব মাহমুদা শাহরীন মাধবী, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩।
১০। জনাব মো: আকবর হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।
১১। জনাব মো: আব্দুল হামিদ সরকার, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।
১২। জনাব মোঃ লেহাজ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী।
১৩। জনাব মো: মজিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।
১৪। জনাব ডা: মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

অভ্যর্থনা কমিটি

১। জনাব কে, এম, জহুরুল আলম- আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১।
২। জনাব শামীম আরা রিনি- আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৬।
৩। জনাব মোছা: শিরিন সুলতানা, প্রধান কল্যাণ কর্মকর্তা।
৪। জনাব সানজিদা হক, নগর পরিকল্পনাবিদ।
৫। জনাব সুমনা শারমিন, নগর পরিকল্পনাবিদ।
৬। জনাব ফাইজুল হক খন্দকার, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।

দাওয়াত পত্র তৈরী এবং বিতরণ

১।	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মোল্লা , কাউন্সিলর, ৫৪ নং ওয়ার্ড	আহবায়ক
২।	জনাব মো: মজিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সদস্য
৩।	জনাব মো: ইব্রাহিম খলিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	সদস্য
৪।	জনাব মো: লেহাজ উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য
৫।	জনাব মো: জাকির হোসেন, কর নির্ধারণ কর্মকর্তা	সদস্য
৬।	জনাব নেজামুল হক, সহকারী সচিব	সদস্য
৭।	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান,	সদস্য সচিব

মঞ্চ সজ্জা উপ- কমিটি

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, কাউন্সিলর, ২৯ নং ওয়ার্ড	আহবায়ক
২।	জনাব এবিএম এহছানুল মামুন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য
৩।	জনাব মো: রকিবুল হাসান রাসেল, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
৪।	জনাব মোসা. ইসমত আরা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৪	সদস্য
৫।	জনাব মো: মাইদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য সচিব

মঞ্চ নিরাপত্তা উপ- কমিটি ও সার্বিক নিরাপত্তা উপ-কমিটি

১।	মেট্রোপলিটন পুলিশ উপ-কমিশনার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য বৃন্দ
২।	জেলা প্রশাসন ও তথ্য অধিদপ্তর এর সদস্য বৃন্দ
৩।	পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সদস্য বৃন্দ

আপ্যায়ন ও উপহার ক্রয় উপ- কমিটি

১।	জনাব কাজী আবু বকর সিদ্দিক, কাউন্সিলর, ৫০ নং ওয়ার্ড	আহবায়ক
২।	জনাব কে, এম,জহুরুল আলম, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ০১	সদস্য
৩।	জনাব নমিতা দে, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা	সদস্য
৪।	জনাব মুঃ আশরাফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য
৫।	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান,	সদস্য সচিব

খাদ্য বিতরণ উপ- কমিটি

১।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, কাউন্সিলর, ৫৬ নং ওয়ার্ড	আহ্বায়ক
২।	জনাব মো: আকরাম হোসেন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	সদস্য
৩।	জনাব মো: রকিবুল হাসান রাসেল, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
৪।	জনাব মো: মাইদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
৫।	জনাব মো: আবদুর রশীদ, লাইসেন্স কর্মকর্তা	সদস্য
৬।	জনাব মো: কামরুল ইসলাম পাঠান, কর নির্ধারণ কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	জনাব মলয় কুমার দাস, ফুড এন্ড স্যানিটেশন অফিসার	সদস্য
৮।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী(পানি)	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সরকার, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	জনাব নুরুজ্জামান মৃধা, সম্পত্তি কর্মকর্তা	সদস্য

	১১।	জনাব মোঃ ফাইজুল হক খন্দকার, সহকারী হিসাব রক্ষণ	সদস্য
	১২।	জনাব মো: ইব্রাহীম খলিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	সদস্য সচিব

কমিটিসমূহ স্ব স্ব বিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয়ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।
নিম্নেবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক্র:নং	বিষয়	টাকার পরিমাণ
০১.	১৭ই মার্চ জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ০৮টি অঞ্চলে, ডিজিটাল ব্যানার ও বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম আলোক সজ্জা করণ।	৬০০০০০
০২.	২৬ই মার্চ উপলক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৮টি অঞ্চলে,ডিজিটাল ব্যানার ও বঙ্গতাজ অডিটোরিয়াম আলোক সজ্জা করণ।	৬০০০০০
০৩.	২৬ই মার্চ উপলক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৮টি অঞ্চলে,ডিজিটাল ফেষ্টুন দ্বারা সজ্জিত করণ।	৫৫০০০০
০৪.	জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে আলোচনা সভা ও স্বাধীনতা কনসার্ট উদ্‌যাপন ব্যয়।	৮০০০০০০
০৫.	জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যানার দ্বারা সজ্জিতকরণ ও তরুন গেইট নির্মাণ।	৩০০০০০
০৬.	জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠসহ বিভিন্ন রাস্তায় আলোক সজ্জা করণ।	৩০০০০০

বিবিধ ঃ ২) স্বাস্থ্য ও টিকা ক্যাম্পেইন বিষয়ক আলোচনা ঃ-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	ক) স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, দেশব্যাপী জাতীয় প্রোগ্রাম গণটিকার আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক কেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে প্রদানে স্বাস্থ্য কর্মীগণ সচেষ্ট আছেন। তিনি জানান যে, গত ২৬,২৭, ২৮.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩ দিনে সর্বমোট ৪,৪৮,৭৪৪ জনকে টিকা প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৮টি অঞ্চল, ৫৭ টি ওয়ার্ড প্রতিটি ওয়ার্ডে ৯টি করে কেন্দ্র, মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫১৩ টি, মোট টিকাদানকারী ১০২৬ নজ, মোট সেচ্ছা সেবক টিমের সদস্য ১৫৩৯ জন। এই লোকবল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে টিকাদান কর্মসূচী সফল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি ডোজ কেরিয়ারের সংখ্যা এবং পরিবহনের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। আনুপাতিক হারে টিকা প্রদানে গাজীপুর জেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। আগামী ২৮.০৩.২০২২ তারিখ হতে ৩০.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ মোট ৩ দিন পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যাক্ত করা হয়। অদ্যকার সভায় গাজীপুর জেলা প্রশাসক মহোদয়, সিভিল সার্জন এবং জিএমপি পুলিশ কমিশনার মহোদয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করায় ১ম পর্যায়ের গণটিকা প্রদান কার্যক্রম সফল হয়েছে। মাননীয় মেয়র মহোদয় গাজীপুর জেলা ও সিটি কর্পোরেশন প্রথম স্থান অধিকার করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামী ২৮, ২৯, ৩০.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ ৩ দিন গণটিকা কর্মসূচী পূর্বের ন্যায় সফল ও সার্থক করার আশাপোষন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হয়। সিভিল সার্জন সভাকে জানান যে, ঢাকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা ছিল তা সত্যেও মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আমন্ত্রনে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। তিনি জানান গাজীপুর জেলায় ৭৮ লক্ষ টিকা দেয়া হয়েছে। সমস্যা থাকা সত্যেও অন্যান্য জেলার তুলোনায় গাজীপুরে সর্বাধিক লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭৩ টি গার্মেন্টস কর্মিদের মাঝে টিকা প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২৮.০৩.২০২২ তারিখ ৩০-৩৫ গার্মেন্টস এ টিকা দেয়া হবে। পূর্বের তুলনায় আরো ৬ লক্ষ অতিরিক্ত টিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ের গণটিকা কার্যক্রম সকলের সর্বাত্বক প্রচেষ্টায় সফল হয় এবং গাজীপুর জেলা প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কেননা এই সফলতা অর্জনের ৮০% ভূমিকা ছিল গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের। তিনি বলেন জনবল ও যানবাহনের অপ্রতুলতা থাকা সত্বেও টিকাদানকারী, সেচ্ছা সেবক টিম, পরিবহন টিমসহ সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কর্মসূচী সফল করা হয়েছে। তিনি সভায় সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং ২য় ডোজ কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণ জানান টিকা প্রদানে লাইন ধরে দাড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমান জনসাধারণ অধৈর্য্য হয়ে অনেক টিকা কেন্দ্র ভাঙ্চুর করেছে ফলে টিকা কেন্দ্র পাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের কাছে আইনী সহায়তা চেয়েছেন। ভলেনটিয়ার নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন।	(ক) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে গণটিকা কর্মসূচী সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, কর্মকর্তা, টিকাদানকারী, সেচ্ছা সেবক/সেবিকাদের ধন্যবাদ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয় এবং আগামী ৩দিন ২য় ডোজ গণটিকা কর্মসূচী পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যাক্ত করে বর্সসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	স্বাস্থ্য বিভাগ।

বিবিধ ঃ- ৩) টিসিবি পণ্য বিক্রয়/বিতরণ বিষয়ক আলোচনা ঃ-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
ক) জেলা প্রশাসক মহোদয় সভাকে জানান যে, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা করে টিসিবি পণ্য, জাতীয় গণটিকা কর্মসূচী, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। তিনি জানান যে, গত ২৬,২৭, ২৮.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩ দিনে সর্বমোট ৪,৪৮,৭৪৪ জনকে টিকা প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৮টি	ক) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে আগামী ৩দিন ২য় ডোজ গণটিকা কর্মসূচী পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যাক্ত করে বর্সসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ

...ল, ৫৭ টি ওয়ার্ড প্রতিটি ওয়ার্ডে ৯টি করে কেন্দ্র, মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫১৩ টি, মোট টিকাদানকারী ১০২৬ নজ, মোট সেচ্ছা সেবক টিমের সদস্য ১৫৩৯ জন। আনুপাতিক হারে টিকা প্রদানে গাজীপুর জেলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সীমাবদ্ধতা রয়েছে তদ্‌পুরী গণটিকা কার্যক্রমে কোন গ্যাব যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে টার্গেটের চেয়ে বেশি গণটিকা প্রদানের আশা পোষন করেন। আগামী ২৮.০৩.২০২২ তারিখ হতে ৩০.০৩.২০২২ খ্রিঃ তারিখ মোট ৩ দিন পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যাক্ত করা হয়। খ) জেলা উন্নয়ন কমিটি, মুজিব বর্ষ, মহান স্বাধীনাতা দিবস ও সুবর্ণজয়ন্তীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী রয়েছে। এর মধ্যে টিসিবি পণ্য বিক্রয়/বিতরণ নির্ধারিত ৪৯ জন ডিলারদের মাধ্যমে ২০.০৩.২০২২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে কার্ড বিতরণ করা হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫৭ টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন তারিখে মোট জনসংখ্যা ১,১৮,০০০ (এক লক্ষ আঠার হাজার) জনের মাঝে টিসিবি পণ্য ২৬ জন ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। টিসিবি পণ্য ডিলারগণ নির্ধারিত তারিখে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের দেয় তালিকা অনুযায়ী তাদের উপস্থিতিতে উপকারভোগীদের মাঝে ওয়ার্ড ভিত্তিক বিতরণ/বিক্রি করবেন। ডিলারগণ কোন গাফিলতি করলে অবিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এখানে টিসিবি পন্য বিতরণে সরকারের ভাবমুর্তী অতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। আপনারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ার্ড সচিবদের সহায়তায় স্বশরীরে উপস্থিত থেকে পণ্য বিতরণে সহযোগিতা করবেন। এখানে জেলা প্রশাসন এবং সিটি কর্পোরেশনের ভাবমুর্তীও জড়িত রয়েছে। তাই কোনরূপ গাফিলতি ও অসদুপায় অবলম্বন সরকার বরদাস্ত করবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্তক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণ টিসিবি মালামাল বিতরণে কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের পক্ষে সহযোগী হিসাবে দায়িত্বরত জনবলের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাউন্সিলরগণ খাবারের ব্যবস্থা করে আসছেন। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলে টিসিবি পণ্য বিতরণে সহযোগিদের খরচের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। কাউন্সিলরগণ টিসিবি পণ্য নির্ধারিত তারিখে বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকলে করণীয় বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান অবশিষ্ট পণ্য নিধারিত মূল্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের উপস্থিতে নিম্ন আয়ের জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করা যাবে।	খ) সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে অধিক সচ্ছতার সাথে টিসিবি পণ্য বিক্রয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সার্বিক সহাযোগিতা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

বিবিধ ঃ- ৪) সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনা ঃ-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, সাবেক গাজীপুর পৌরসভা ১০২ তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তরকারী বাজারের ভিট দেওয়া হয়= ৬৩ টি (১০ x ৭) বর্গফুট। সিটি কর্পোরেশনের প্রথম বোর্ডের ৩৩ তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তরকারী বাজারের ভিট দেওয়া হয়= ২৫ টি। সর্বমোট তরকারী বাজারের ভিট বরাদ্দ দওয়া হয়= ৮৮ টি। জয়দেবপুর বাজারের মাছ ভিট=৯৭ টি (৫ x ৪) বর্গফুট। সাবেক মেয়র জনাব এম.এ মান্নান স্যার বরাদ্দ দেন= ৭৬ টি। সিটি কর্পোরেশনের প্রথম বোর্ডের ৩৪ তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাছ বাজারের ভিট বরাদ্দ দেওয়া হয়=০৮ টি। বটির জন্য ভিট বরাদ্দ দেওয়া হয়=০৬ টি। শুটকীর জন্য ভিট বরাদ্দ দেওয়া হয়=০৭ টি। সর্বমোট মাছ ভিট বরাদ্দ দেওয়া হয়=৯৭ টি। কিচেন মার্কেট ২য় তলার মোট দোকান সংখ্যা=৮৮ টি। বরাদ্দ প্রদান করা হয়=৫২ টি। বরাদ্দের বাকী আছে= ৩৬ টি। সম্পত্তি কর্মকর্তা হাট বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শতভাগ সচ্ছতার মাধ্যমে হাট বাজার ইজারা প্রদান করা হবে। ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভাপতি সভাকে নিশ্চিত করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে কিচেন মার্কেট নির্মাণ ও দোকান বরাদ্দ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সম্পত্তি বিভাগ

বিবিধ: ৫) বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
ক) সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলর বৃন্দ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে সভাকে জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ৩০-৪০ ফিট রাস্তা প্রশস্থ করণে নানরকম বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ভাঙ্গুর ও উচ্ছেদ অভিযানে কিছু কিছু স্থানে প্রবল বাধার সন্মুখিন হওয়ায় ৪০ ফিট রাস্তা ক্লিয়ার করা	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ	প্রকৌশল বিভাগ/প্রশাসন বিভাগ/আঞ্চলিক

যাচ্ছে না। রাস্তার উন্নয়ন কাজে বাধা নিরসনে কাউন্সিলরগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। এখানে কাউন্সিলরদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই। তার পরেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মামলা করেছেন। প্রকৃত ঘটনা যাচাই করে সাধারণ ডায়েরী কিংবা মামলা গ্রহণ করার বিষয়ে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে জিএমপি উপ-পুলিশ কমিশনার মহোদয় প্রকৃত ঘটনা যাচাই বাছাই করে সাধারণ ডায়েরী/মামলা গ্রহণ করা হবে এবং পূর্বে রুজ্জুকৃত মামলা তদন্ত করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন। ৪৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সভাকে জানান যে, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩টি কাউনডাউন ডিজিটাল ডিভাইস স্থাপন করণ "মোট ৩টি স্থানে স্থাপিত ০১. টঙ্গী বাজার বাসস্ট্যান্ড মিতালী পাম্প সংলগ্ন, ০২. রাজবাড়ীর মাঠ, ০৩. চৌরাস্তার মোড় (জাগ্রত চৌরঙ্গী) স্থাপিত কাউনডাউন ডিজিটাল ডিভাইস যাহা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হইতে প্রাক্কলিত অনুমোদিত ব্যয় প্রতিটি ৪৫ লক্ষ টাকা হিসাবে মোট টাকা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার কাজ সম্পাদন হয়। উক্ত কাউন্সিলর বিলটি পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। বিল পরিশোধের প্রস্তাব ভুতাপেক্ষ অনুমোদনেরও প্রস্তাব করেন। ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শাহজাহান সাজু "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস" উদযাপন উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংকৃতিক অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মাঠে আয়োজন করায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ৩৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব শাহিনুল আলম মৃধা বলেন তাঁর ওয়ার্ডে সুকুন্দিবাগ ব্রীজ থেকে মাঝুখান এবং আব্বাস মার্কেট সংযোগ রাস্তাসহ মোট ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা প্রায় সম্পন্নের পথে। সামান্য ৩০০ ফিট রাস্তা সুকুন্দিবাগ ব্রীজের পার্শ্বে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্মাণ কাজ স্থগিত হয়ে আছে। এই স্থানে সরকারী হালট রয়েছে। যৌথ জরীপ করে রাস্তার দাড় উন্মুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা কামনা করেন। জেলা প্রশাসক মহোদয় বিষয়টি শুনে তাৎক্ষনিক যৌথ পরিমাপের মাধ্যমে নিস্পত্তি করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাছাড়া জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য অফিস আলাদা করে দিব। অধিগ্রহণ কাজ দ্রুত শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ডেলিগেটেড অফিসার নিয়োগ করবেন মর্মে সভায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেলা প্রশাসক মহোদয় জানান জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় করে প্রধান রাস্তাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মতামত ব্যক্ত করেন। মাস্টার প্ল্যান প্রনয়নে জেলা প্রশাসন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত মর্মে তিনি জানান নগর বাসির উন্নয়নে তিনি মাঝুখান বাজার হয়ে হারবাইদ ভায়া উত্তরা আব্দুল্লাহপুর ডিপিপি প্রনয়ন, কড্ডা বাইপাস-টঙ্গী - দৌড় পর্যন্ত এবং সালনা থেকে হাড়িনাল পর্যন্ত ডিপিপি প্রনয়নের প্রস্তাব করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। গাড়ীর অপ্রতুলতার কারণে গাড়ী ভাড়া করে হাইওয়ে রোড পরিষ্কার করা হচ্ছে। ওয়েস্ট টু এনার্জি প্রকল্প চালু হলে বর্জ্যের স্থায়ী সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে বাসা/হাট বাজার/বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ডাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত ময়লা পরিবহন কোন প্রাইভেট কোম্পানিকে লীজ দেয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখার প্রস্তাব করেন। অটোরিক্সা ভ্যানগাড়ী রাস্তা ব্লক করে যত্রতত্র স্ট্যান্ড গড়ে তুলেছে। নগর ভবন অফিস গেটের সামনেও এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। একটি চক্র এর সাথে জড়িত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং নিঃস্বার্থভাবে কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানান।	সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ক) উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবনা নিয়মনীতি অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) বিস্তারিত আলোচনান্তে বিল পরিশোধের প্রস্তাবটি ভুতাপেক্ষ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	নির্বাহী কর্মক... (সকল)
খ) সভাপতি সভাকে জনান যে, প্রতিটি সভার তথ্য সংগ্রহ করে সকল অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তা সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে প্রতিদিনের অগ্রগতি উর্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। আইনগত বিষয়গুলো দেখেশুনে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে সিটি কর্পোরেশনকে উন্নত ভাবে সাজাতে চাই। সকলের সার্বিক সহযোগিত চাই। টিসিবি পণ্য বিতরণ/বিক্রয় বিষয়ে শতভাগ স্বচ্চতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে। এখানে সরকারের ভাবমূর্তি অতোপ্রোতভাবে জড়িত আছে। সংশ্লিষ্ট যেকেউ হোকনা কেন কোন ধরণের ক্রটি মার্জনা করা হবে না। কঠোরভাবে টিসিবি পণ্য বিক্রয়ে সর্বত সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কাউন্সিলরকে বিশেষভাবে সভায় অনুরোধ জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান সিটি কর্পোরেশনের ৫৭টি ওয়ার্ডে ১লক্ষ ১৮ হাজার জনের মাঝে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী টিসিবি পণ্য বিক্রয় করা হবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট ডিলারদের তালিকা অনুযায়ী ট্রাকযোগে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্ধারিত মূল্যে কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে কার্ডধারী জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করবে। অন্যায়ভাবে কেউ যেন টিসিবি পণ্য বিক্রি, মজুত কিংবা কালোবাজারী করতে না পারে এর জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা রুটিন করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন এবং বাজার মনিটরিং করবেন। গ) নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়, দ্রুতগতিতে অনাপত্তি ও রোড কাটিং অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে জোরালো আলোচনা পূর্বক জোন পর্যায়ে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ পর্যায়ক্রমে সভা করে কোন অনিয়ম, দূর্নীতি, কাজে গাফিলতি থাকলে তা দূর করে রাজস্ব আয়ের গতি বৃদ্ধি করতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিছু কিছু সমস্যা অঞ্চল পর্যায়ে বোর্ড সভা করেই সমাধান করা যেতে পারে। ক্যাশ বহি, জমা রেজিষ্টার, আদায় রেজিষ্টার, বিবিদ আদায় রশিদ বহি, কর আদায় রশিদ বহি ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ তদারকি করবেন (প্রতিমাসে চেকিং)। রাজস্ব তহবিলের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪০-৫০ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতের প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি খুবই সেনসেটিভ বিধায় মাননীয় সভাপতি সহ সকল সদস্যগণ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষন করেন। সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা নেয়ার পরামর্শ দেন। ঘ) সভাপতি সভাকে জনান ইতোমধ্যে ১) কড্ডা বাইপাস হতে টঙ্গী হয়ে দৌড় পর্যন্ত রাস্তা করার প্রস্তাব, ২) মাঝুখান বাজার হয়ে হারবাইদ ভায়া উত্তরা আব্দুল্লাহপুর ও কশাইবাড়ী পর্যন্ত রাস্তাকরণ, ৩) টঙ্গী নিমতলী হতে পাগার-রাজাবাড়ী হয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করণ ৪) জয়দেবপুর রাজবাড়ী রাস্তায় রেল ক্রসিং এর উপর ফ্লাইঅভার নির্মাণ প্রকল্প এবং ৫) বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা নার্সিং ইন্সটিটিউট সংলগ্ন ৩ টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ডিপিপি আকারে প্রনয়ন করা হয়েছে। যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা আশা পোষন করছি মানবতার জননী দেশরত্ন সফল রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সভাপতিত্বে একনেক সভায় জনগুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পগুলো অনুমোদন প্রদান করবেন। তিনি আরো বলেন ডাম্পিং স্টেশন, এসটিএস নির্মাণ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাস/ট্রাক স্ট্যান্ড নির্মাণ, মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন, সিটি কর্পোরেশনের সৌন্দর্য	খ) টিসিবি পণ্য বিতরণ/বিক্রয় বিষয়ে শতভাগ স্বচ্চতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সম্মানিত কাউন্সিলরদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। গ) অনিয়ম দূর করণ এবং সচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে জোন ভিত্তিক ক্যাশ বহি, জমা রেজিষ্টার, আদায় রেজিষ্টার, বিবিদ আদায় রশিদ বহি, কর আদায় রশিদ বহি ইত্যাদি প্রতি মাসে নিরিক্ষা করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

...র জন্য বিউটিফিকেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ...ি কর্পোরেশন তার আপন মহিমায় নগরবাসীকে একটি নান্দনিক সৌন্দর্য খচিত বাসযোগ্য নগর উপহার দিবে ...নশাআল্লাহ্।		

বিবিধ: ৬) আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডে ঈদের জামাতের প্যান্ডেল তৈরি বিষয়ক আলোচনা :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
সভাপতি সভাকে জানান যে, সিয়াম সাধনের মাস পবিত্র মাহে রমজান অতি সন্নিকটে। এ মাসের পবিত্রতা ও ভাব গাম্ভির্য রক্ষায় বিভিন্ন গণসচেনতা মূলক আলোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। মাহে রমজানে বাজার মূল্য মনিটরিং করার জন্য সম্মানিত কাউন্সিলর বৃন্দ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার আহবান জানান। প্রতিটি ওয়ার্ডে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের ঈদের জামাত অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল তৈরি বাবদ ২৫ হাজার টাকা হারে বরাদ্দ প্রদানের সর্বসম্মত প্রস্তাব করা হয়।	সিদ্ধান্তঃ- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে বাজার মূল্য মনিটরিং এর জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে টিম ওয়ার্ক গঠনের প্রস্তাব এবং প্রতি ওয়ার্ডে পবিত্র ঈদুল ফিতরের ঈদের জামাতের প্যান্ডেল তৈরি বাবদ ২৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রশাসন/হিসাব বিভাগ

বিবিধ ঃ- ৭) যান্ত্রিক শাখার বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয় আলোচনা ঃ-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
নির্বাহী প্রকৌশলী যান্ত্রিক সভাকে জানান যে, কড্ডা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সড়ক ও জনপথের জমিতে অত্র সিটি কর্পোরেশনের সকল বর্জ্য স্তুপিকৃত হয়ে সাসেক প্রজেক্ট-১ এর রাস্তার উপরে চলে এসেছে। ফলে প্রতিদিন রাস্তায় সড়ক দূর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটছে। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে জরুরীভাবে রাস্তার বর্জ্যগুলো সরিয়ে অন্যত্র রাখার অনুরোধ জানান। এ ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তা উন্নয়নসহ জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ-	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে দুটি ব্র্যান্ড নিউ চেইন ডোজার ক্রয়, ওয়াকিটকি ও রিপিটার ক্রয় ও স্থাপনের প্রস্তাবপনা প্রেরণসহ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি DPM পদ্ধতিতে (পিপিআর ৭৬ এর ট ধারা মোতাবেক) একক ঠিকাদারের নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	যান্ত্রিক শাখা

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য
০১.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য ০২টি ব্র্যান্ড নিউ চেইন ডোজার ক্রয়।	
০২.	প্রকৌশল (যান্ত্রিক) ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ওয়াকিটকি ও রিপিটার ক্রয় ও স্থাপন।	
০৩.	টঙ্গী মেঘনা সার কারখানা মাঠে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে অফিসের জন্য পরিত্যক্ত বর্জ্য সরানোর কাজে এক্সেভেটর স্ট্যান্ডার্ড বুম (০.৭ কিউবিক মিটার) (২০-২২ টন) ভাড়া (চালক, জ্বালানী, ভ্যাট ও আইটি) কাজ করণ।	৬৬৬৫৮২
০৪.	কড্ডা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর্বজনা লেভেলিং ও স্থানান্তরনের ৩০ দিন জন্য এক্সেভেটর (০.৭ কিউবিক মিটার) (২০-২২ টন) ভাড়া (চালক, জ্বালানী, ভ্যাট ও আইটি) কাজ করণ।	৬৬৬৫৮২
০৫.	কড্ডা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর্বজনা লেভেলিং ও স্থানান্তরনের ৩০ দিন জন্য এক্সেভেটর (০.৭ কিউবিক মিটার) (২০-২২ টন) ভাড়া (চালক, জ্বালানী, ভ্যাট ও আইটি) কাজ করণ।	৬৬৬৫৮২
০৬.	কড্ডা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর্বজনা লেভেলিং ও স্থানান্তরনের ৩০ দিন জন্য এক্সেভেটর (লং বুম) (৩০-৩৫ টন) ভাড়া (চালক, জ্বালানী, ভ্যাট ও আইটি) কাজ করণ।	৭১১৮৯৪
০৭.	কড্ডা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর্বজনা লেভেলিং ও স্থানান্তরনের ৩০ দিন জন্য এক্সেভেটর (লং বুম) (৩০-৩৫ টন) ভাড়া (চালক, জ্বালানী, ভ্যাট ও আইটি) কাজ করণ।	৭১১৮৯৪

বিবিধ: ৮) প্রকল্প সংশোধন করণ প্রসঙ্গে ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী অঞ্চল-৮ তার প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সভায় তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে গৃহিত একটি প্রকল্পের নাম ২য় সংশোধনীর প্রস্তাব করেন। সংশোধিত প্রকল্পের নাম প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকৌশল বিভাগ

২৬ তম সভায় অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	সংশোধীত প্রকল্পের নাম
কাশিমপুর জেলখানা রাস্তা হতে দক্ষিণ জনাব হান্নুর বাড়ী হয়ে জরুন ডেল্টা পর্যন্ত রাস্তা আর.সি.সি করণ	কাশিমপুর নয়াপাড়া মন্ডল গার্মেন্টস এর সামনে থেকে কাঁঠালতলা হয়ে কলওয়ালাপাড়া মসজিদ অভিমুখী রাস্তা আর.সি.সি করণ।

সভার গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব বিভাগকে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪.০৩.২০২২

আসাদুর রহমান কিরণ
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।

বিতরণ ঃ-

কাউন্সিলর (সকল)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর।

স্মারক নং-৪৬.১৯.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২২. ১১৫ তারিখঃ ২৪.০৩.২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ;

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৩. প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৪. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৫. প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৬. প্রধান সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৭. আইন কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৯. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১১. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-এর ব্যক্তিগত সহকারী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-এর অবগতির জন্য)।
১৫. জনাব ....
১৬. অফিস কপি।

২৪/০৩/2022

সচিব
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর।